ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪৬৭২(আগরতলা ২৪।০১)
আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪

৪ দিনব্যাপী ৩৮তম বার্ষিক পুষ্প ও বাহারী পাতার প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন
কৃষকরা স্বাবলম্বী না হলে দেশ তথা রাজ্য স্বাবলম্বী হতে পারে না ঃ খাদ্যমন্ত্রী

রাজ্যের কৃষকগণ বিভিন্ন ফুল ও বাহারী পাতার চাষ করে আজ স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেন। কৃষক সমাজ স্বয়ম্ভর না হলে দেশ তথা রাজ্য স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে না। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী গতকাল আগরতলার রবীন্দ্র কাননে আয়োজিত ৪ দিনব্যাপী ৩৮তম বার্ষিক পুষ্প ও বাহারী পাতার প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন। ত্রিপুরা উদ্যান পালন সমিতি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রদর্শনীতে ৪৭৩ জন কৃষক অংশ নিয়েছেন। প্রদর্শনী রোজ দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

এই প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, এই প্রদর্শনী ১৯৮৬ সাল থেকে পথ চলা শুরু করেছে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, একটা সময় ব্যাঙ্গালুরু, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য থেকে বিয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ফুল আমদানি করতে হতো। কিন্তু আজ আমাদের রাজ্যে গ্ল্যাডিওলাস, চন্দ্রমল্লিকা, রকমারী গাঁদা, অ্যান্থোরিয়াম প্রভৃতি ফুল ও বাহারী পাতার চাষ করে কৃষকরা আজ স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেন। তিনি বলেন, কৃষি সহ ফুল ও উদ্যান পালনে অতীতে আমরা কোথায় ছিলাম, বর্তমানে কোথায় আছি সেটা ভেবে দেখা দরকার। আজ কৃষকরা বিভিন্ন ফুল চাষাবাদ করে ও বিক্রয় করে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করছেন। এতে গ্রামীণ অর্থনীতিও স্ফীত হচ্ছে। অনেক নতুন উদ্যমী আজ ফুল ও বাহারী পাতা চাষে এগিয়ে এসেছেন। দপ্তরকে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর বাস্তবায়নও চলছে। কেননা, কৃষকরা স্বাবলম্বী না হলে দেশ তথা রাজ্য স্বাবলম্বী হতে পারে না। এ লক্ষ্যে কৃষকদের উৎপাদিত ধান ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে ৩৪২ কোটি টাকার ধান ক্রয় করা হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ ও উদ্যান পালন দপ্তর কৃষকদের প্রশিক্ষণ সহ সার্বিক কল্যাণে এগিয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কৃষকদের পাশে রয়েছে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফনীভূষণ জমাতিয়া বলেন, রাজ্যে বছরে ২৫ থেকে ৩০ কোটি টাকার ফুলের বাণিজ্য হয়। রাজ্য সরকার বিভিন্ন ফুল ও বাহারী পাতার চাষ ও এর প্রসারে গত ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্প চালু করেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য। স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা উদ্যান পালন সমিতির সচিব উত্তম দাস। উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস সহ বিশিষ্টজনেরা। রবীন্দ্র কাননকে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ভারত-বাংলা মৈত্রী সংসদের শিল্পীগণ উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের সহ অধিকর্তা সুব্রত দাস।

****